৯ম পাঠ

মণ্ডলী ঃ ঈশ্বরের লোকদের সমাজ

আপনি নিশ্চয়ই শিশুদের একত্রে খেলা করতে এবং তারা কিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা লক্ষ্য করেছেন। মানুষ যে এক সামাজিক জীব, এ থেকে আমরা তার উদাহরণ পাই—তার সমরূপ অন্যান্য লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের সাথে সহভাগিতা করা মানুষের একটি স্বভাব। তাই মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যীশু একইরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের একটি সমাজ অর্থাৎ তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন এর মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে। কারণ মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ, যীশু খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কই হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি।

পিতর বলেছেন, "পূর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ" (১ পিতর ২ ঃ ১০)। আমরা আগে বাইরে ছিলাম; আমাদের পাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে রেখেছিল। কিন্তু যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করবার ফলে আমরা বিশ্বাসে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে এক নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি। এই নতুন সম্পর্কের ফলে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথেও আমাদের এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের পরিবার, অর্থাৎ তাঁর মণ্ডলীর অংশ হয়েছি।

ঈশ্বর তাঁর গৌরবের জন্য, আমাদের আত্মিক জীবনের পুষ্টি সাধনের জন্য এবং অন্যদের কাছে সুসমাচারের বানী পৌঁছে দেবার জন্য যে মাধ্যমটি মনোনীত করেছেন, এই পাঠে আমরা সেই মাধ্যম বা মণ্ডলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। মণ্ডলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আমরা এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারব এবং আমাদের প্রভু এর উপরে কত বেশী মূল্য আরোপ করেছিলেন যার ফলে তিনি এর জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫)।

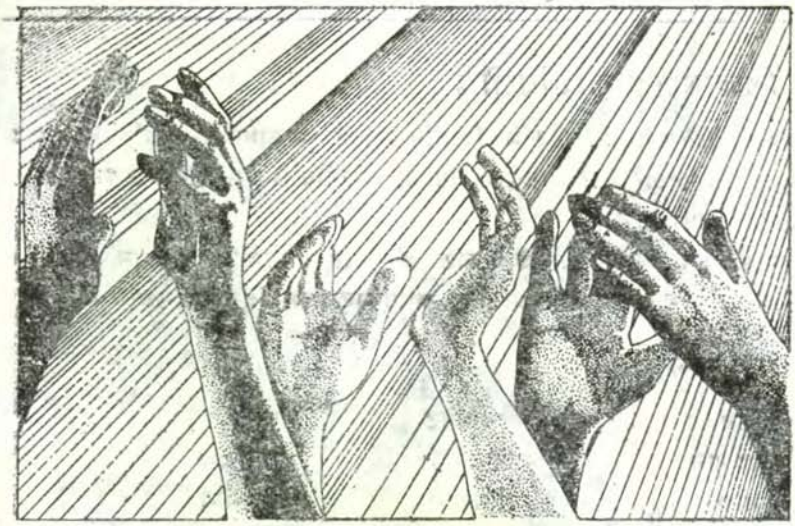

পাঠের খসড়া ঃ

মণ্ডলীর স্বরূপ
মণ্ডলীর শুরু
মণ্ডলীর সাদৃশ্য
মণ্ডলীর কাজ

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ মণ্ডলী কথাটির সংজ্ঞা দিতে এবং এর বাইবেল ভিত্তিক ও বাইবেল নিরপেক্ষ সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

★ কখন মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল তা বলতে এবং এর সপক্ষে বাইবেল ভিত্তিক প্রমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

★ মণ্ডলীর দ্বিবিধ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ মণ্ডলীর তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য এবং সেগুলি অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে প্রেরিত ২ অধ্যায়, ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১২-৩১ ; রোমীয় ১২ অধ্যায়, ইফিষীয় ৪ ঃ ১-১৬ ; ৫ ঃ ২২-৩৩ পদ পড়ুন।

২। ১ম পাঠের একই পদ্ধতি অনুসারে পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। যে মূল কথাগুলি আপনার কাছে নতুন সেগুলির অর্থ-জেনে নিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রতিবন্ধক	মতবাদগত	সম্পর্ক
আহ্বান	সক্রিয়	সামাজিক
সমাজ	ধর্মানুষ্ঠান	বিশ্বজনীন

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মণ্ডলী স্বরূপ ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মণ্ডলী কথাটির বাইবেল ভিত্তিক সংজ্ঞাগুলি সনাক্ত করতে পারা।

১। মনে করুন আলাপ প্রসঙ্গে আপনি কারও কাছে 'মণ্ডলী' কথাটি উচ্চারণ করেছেন। সেই ব্যক্তি এর আগে কখনও এই কথাটি শোনেন নি, তাই তিনি আপনাকে প্রশ্ন করেন, "মণ্ডলী মানে কি ?" আপনার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নোট খাতায় এর একটি ছোট উত্তর লিখুন।

আপনি যদি আজকের আরও অনেক লোকের মত হন, তাহলে উপরের প্রশ্নটির উত্তরে আপনি হয়তো এই ধরণের কিছু বলেছেন ঃ মণ্ডলী বা গীর্জা হচ্ছে যেখানে লোকেরা উপাসনায় মিলিত হয়।" আপনি যদি আরও সঠিক হতে চান তাহলে হয়তো বলেছেন ঃ "মণ্ডলী কথাটি এমন একটি সংগঠনের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে যা বিভিন্ন স্থানের একই

মতবাদের ধারক, একই নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত এবং একই উদ্দেশ্যের অধিকারী লোকদের সমষ্টি নিয়ে গঠিত।"

অধিকাংশ লোক মণ্ডলী কথাটির কি সংজ্ঞা দিয়ে থাকে উপরোক্ত দুটি উত্তর থেকেই সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, আর আধুনিককালে এই কথাটিকে যে অর্থে নেওয়া হয়ে থাকে তার প্রেক্ষিতে দুটি উত্তরই নির্ভুল। কিন্তু বাইবেলে যখন মণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে তখন এর উপরে উপরোক্ত উত্তরগুলির চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডলী বলতে আমরা সাধারণতঃ কোন ঘর বা দালানের প্রতি ইংগিত করে থাকি, বাইবেলে কিন্তু তা নয় ; বাইবেলে মণ্ডলী বলতে এক দল **লোককে** বুঝানো হয়েছে। আবার বাইবেলে মণ্ডলীকে কোন একটা **সংগঠন** বলা হয়নি। আজ যে লোকেরা মণ্ডলী কথাটিকে এই অর্থে নিয়ে থাকে, তারা ক্যাথলিক, ব্যাপ্টিষ্ট, মেথোডিস্ট অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় বুঝাতে মণ্ডলী কথাটি ব্যবহার করে।

বাইবেলগত অর্থে **মণ্ডলী** কথাটির দুটি সংজ্ঞা আছে। "মণ্ডলী" হচ্ছে গ্রীক **একলেশিয়া** (Ekklesia) কথাটির অনুবাদ। আর যে মূল শব্দগুলি নিয়ে গ্রীক **একলেশিয়া** কথাটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আমরা এর অর্থ হিসেবে এমন এক দল লোকের চিত্র পাই, যারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এবং যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়ে তারা ঈশ্বরের পরিবারের লোক হয়। তাদের প্রভুর নির্দেশ মত তারা সুসমাচারের বানী প্রচারে নিবিষ্ট চিত্ত। তারা এমন এক দল অনুগত লোকের সমাজ, যারা তাঁর ইচ্ছা সাধনে সংঘবদ্ধ। বিশদ অর্থে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকারকারী এই বিশ্বাসী সমাজ হচ্ছে **বিশ্বজনীন মণ্ডলী** যাকে **অদৃশ্য মণ্ডলীও** বলা হয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একই বিশ্বাস ও আনুগত্যের অধিকারী সব জায়গার সকল বিশ্বাসী এর অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষুদ্রতর অর্থে মণ্ডলী লোকদের একটি সমাবেশ বা সম্মেলনকে বুঝায়। এই লোকেরা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিশ্বাসীবর্গ,

যারা যীশু খ্রীষ্টে একই বিশ্বাস ও অনুগত্যের সহভাগী, এবং যারা সমবেত উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হয়। তাদের বলা হয় একটি **স্থানীয় মণ্ডলী** বা **দৃশ্যমান** মণ্ডলী। নূতন নিয়মে স্থানীয় মণ্ডলীর অনেক উদাহরণ আছে ঃ

রোমীয় ১ ঃ ৭ ঃ "রোমে ঈশ্বরের প্রিয় আহূত পবিত্র যত লোক আছেন, সেই সর্বজন সমীপেষু।"

১ করিন্থীয় ১ ঃ ১ ঃ "করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে....."

গালাতীয় ১ ঃ ২ ঃ "গালাতীয়ার মণ্ডলীগণের সমীপে....."

ফিলিপীয় ১ ঃ ১ ঃ "খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাহাদের এবং অধ্যক্ষগণও পরিচারকগণের সমীপে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, নূতন নিয়ম অনুসারে মণ্ডলী ছিল ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ। মণ্ডলীর বর্ণনায় **সমাজ** কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা একত্রে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে সহভাগিতা ও অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একত্রে যুক্ত বিশ্বাসীদের কথা বলে এই সামাজিক মনোভাব বর্ণনা করা হয়েছে প্রেরিত ২ ঃ ৪২-৪৭ পদে ঃ

> তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নকার্য সাধিত হইত। আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে এক সঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত; আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত, তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল।

বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর মণ্ডলীকে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের মাধ্যম হিসেবে মনোনীত করেছেন ঃ

১। সমবেত উপাসনার বন্দোবস্ত করা (যোহন ৪ ঃ ২০-২৪ ; ইব্রীয় ১০ ঃ ২৫ পদে সাথে তুলনা করুন)।

২। বিশ্বাসীদের আত্মিক বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩-১৬)।

৩। অপর লোকদের কাছে খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের সুখবর পৌঁছে দেওয়া (মথি ১৬ ঃ ১৮ ; ২৪ ঃ ১৪ ; ২৮ ঃ ১৮-২০)।

এই পাঠেই পরে আমরা এদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা প্রায়ই **ঈশ্বরের মণ্ডলী** অথবা **খ্রীষ্টের মণ্ডলী** এই ধরণের কথা দেখতে পাই। এই বিশেষণগুলি এই ইংগিত করে যে, মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি এর সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে আসে না, তা আসে এর মস্তক, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে।

এইরূপে, মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট একই ত্রাণকর্তার অধীনে উদ্ধার প্রাপ্ত পাপীদের এক সহভাগিতা। বিশ্বাসীদের এই সহ-ভাগিতার মধ্যে একতা বিদ্যমান, কারণ পবিত্র আত্মার সাধিত এক মিলনের মাধ্যমে সভ্য-সভ্যাগণ পরস্পরের মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে এক।

নূতন নিয়মের বিবরণে আছে যে, নতুন বিশ্বাসীরা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করবার পরে তাদের জলের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যা খ্রীষ্টের সাথে তাদের সংযুক্তিকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে (প্রেরিত ২ ঃ ৩৮ ; ৮ ঃ ১২-১৩ ; ৯ ঃ ১-১৯ ; ১০ ঃ ৪৭-৪৮)। যে নতুন বিশ্বাসীদের নিয়ে স্থানীয় মণ্ডলীগুলি গঠিত হয়েছিল এবং যারা বিশ্বজনীন মণ্ডলীর অংশ ছিলেন, তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঃ

১। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণাকারী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন।

২। তারা বিশ্বাস স্বীকার করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন।

৩। তারা যত শীঘ্র সম্ভব এক সহভাগিতাকারী বিশ্বাসী সমাজ রূপে সংগঠিত হয়েছেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ৪৩ পদকে ১৪ ঃ ২৩ পদের সাথে তুলনা করুন)।

৪। তাদের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ঃ সমবেত উপাসনায় একত্রে মিলিত হওয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করা।

২। সঠিক সম্পূরক বাক্যগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন ঃ বাইবেলে ব্যবহৃত মণ্ডলী কথাটির মধ্যে এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত—

ক) একটি ঘর বা দালান, যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনায় মিলিত হয়।

খ) ঈশ্বরের প্রজাদের একটি সভা বা সম্মেলন যা একত্রে মিলিত হয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে একই বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহভাগিতা করে।

গ) ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাসীদের এক সহভাগিতা, যারা একই ত্রাণ-কর্তায় বিশ্বাসী এবং যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে পর-স্পরের সাথে ও এক।

ঘ) যে কোন আয়তনের যে কোন ধর্মীয় দল, সংগঠন বা সম্প্রদায়।

ঙ) বিশ্বব্যাপী সমগ্র বিশ্বাসী সমাজ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করেন।

মণ্ডলীর শুরু ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ মণ্ডলীর কখন আরম্ভ হয়েছে এ সম্পর্কে বাইবেলের ২টি নিদর্শণ এবং প্রাচীন বিশ্বাসীদের ৭টি কাজ উল্লেখ করতে পারা।

ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটি প্রথম দেখতে পাওয়া যায় পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে, অব্রাহামের পরিবারের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আশীর্বাদ করবেন (আদি ১২ ঃ ১-৩)। মিশরে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের সময় এই প্রতিজ্ঞাটি সত্য প্রমাণিত হয় ঃ এর পরে ঈশ্বর ও অব্রাহামের মধ্যে স্থাপিত চুক্তির বিভিন্ন দায়িত্ব ও আশীর্বাদগুলি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করবার ফলে (আদি ২২ ঃ ১৭-১৮ পদের সাথে যাত্রা ১৯ ঃ ৪-৬ পদের তুলনা করুন) ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটি অধিকতর স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু পুরাতন নিয়মের ইতিহাস এই রায় দেয় যে, ইস্রায়েল জাতি তার সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে আশীর্বাদ করবার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রজাদের একটি সমাজ যদিও ছিল, কিন্তু তা এর আকাংখিত উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তথাপি জগতের মধ্য থেকে তাঁর নিজের জন্য একটি জাতিকে আহ্বান, পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করা, এবং তাদেরকে তাঁর পরিত্রাণ দান করবার যে উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ছিল তা ব্যর্থ হয়নি। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশুর মৃত্যুও পুনরুত্থানের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনে ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজরূপে মণ্ডলী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ভবিষ্যৎকাল সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করে তিনি বলেছেন, "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব" (মথি ১৬ ঃ ১৮)। ইফিষীয় ১ ঃ ১৯-২৩ পদে পৌল এই ইংগিত করেছেন যে, মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা এবং উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজের মস্তক রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদের প্রভুর পক্ষে পুনরুত্থান করে স্বর্গে যাবার প্রয়োজন ছিল ঃ

> ..... যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন ; ফলত ঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, ... আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন, সেই মণ্ডলী তাঁহার দেহ..... (২০, ২২-২৩ পদ)।

তাঁর নিজ লোকদের অর্থাৎ মণ্ডলীর পক্ষে এক অনন্ত মহাযাজক রূপে কাজ করবার জন্যও খ্রীষ্টের পুনরুত্থানও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল। তদুপরি, এর ফলে তিনি মণ্ডলীর সক্রিয়তার জন্য আবশ্যকীয় বরদানগুলি দিতে পেরেছেন (দেখুন ইব্রীয় ৪ ঃ ১৪-১৬ ; ৭ ঃ ২৫ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ৭ ১২)।

৩। নূতন নিয়মের উপরোক্ত শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে নীচের কোন্ উক্তিটি সত্য ?

ক) বাইবেল থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যা কালে যীশু মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ) পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই নিদর্শন পাই যে তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবার আগে যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থানও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল।

ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল, যদিও এর আগেও বিশ্বাসীরা একত্রে মিলিত হতেন। এখন আমরা এ সম্পর্কে বাইবেলের নিদর্শণগুলি দেখব।

১। স্বর্গে যাওয়ার ঠিক আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়।" (প্রেরিত ১ঃ ৪-৫; এছাড়া আরও পাঠ করুন যোহন ১৪ঃ ১২; ১৬ঃ ৭-৮, ১৩-১৫)।

২। এর পরে যীশু এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একবার পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হলে পর শিষ্যেরা কাছের এবং দূরের সমস্ত জায়গায় ক্ষমতার সঙ্গে সুসমাচারের সাক্ষী হবেন (প্রেরিত ১ঃ ৮)।

৩। ঠিক যীশুর কথা মতই পঞ্চাশত্তমীর দিন শিষ্যেরা এবং অন্যান্য বিশ্বাসীরা যখন উপরের কুঠরীতে প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিলেন তখন পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়েছিল, তিনি তাদের জীবনে বাস করতে এসেছিলেন, আর তারা সকলে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২ঃ ১-৪; যোহন ১৪ঃ ১৭ পদের সাথে যোহন ৭ঃ ৩৭-৩৯ এবং ১৪ঃ ১৭ পদের তুলনা করুন)।

৪। তাছাড়া, ঐ একই দিন ৩০০০ লোক সুসমাচার বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে বিশ্বাসী সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এইরূপে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা, বিশ্বাসীদের আত্মিক পুষ্টি সাধন এবং সুখবর প্রচার বা সাক্ষ্যদানে নিবিষ্ট একটি সমাজ রূপে কাজ আরম্ভ করেছিল।

এইরূপে পবিত্র আত্মার আগমণের দ্বারা এক নতুন যুগের আরম্ভ সূচিত হয়েছিল, ঈশ্বরের ত্রাণকারী অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য তাঁর বিশ্বজনীন আহ্বানের পক্ষে সাক্ষ্য দানের জন্য বিশ্বাসীদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইখানিতে আমরা দেখি যে, এই প্রথম দিনটি থেকে শুরু করে বিশ্বাসীরা বরাবরই একটি পরিবার বা এক সমবেত একক হিসেবে কাজ করেছেন। এই বিশ্বাসীগণের এবং প্রাচীন মন্ডলীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

১। তাদের একটি মতবাদগত আদর্শ বা মানদন্ড ছিল ঃ প্রেরিত-গণের শিক্ষা (প্রেরিত ২ ঃ ৪২)।

২। অন্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা ছিল (প্রেরিত ২ ঃ ৪৩)।

৩। তারা জলের বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪১-৪২, ৪৭ ; দেখুন মথি ২৮ ঃ ১৯, ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৬)।

৪। তারা প্রকাশ্য উপাসনাও প্রার্থনার জন্য মিলিত হতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৬ ; ৪ ঃ ২৩-৩১)।

৫। তারা অভাব গ্রস্তদের সাহায্য করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪১ ; ৪ ঃ ৩২-৩৫ ; ৬ ঃ ১-৭)।

৬। তারা অন্যান্য স্থানে গিয়ে সুসমাচার প্রচার এবং বিশ্বাসীদের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লোক নিয়োগ করতেন (প্রেরিত ৮ ঃ ১৪-১৭ ; ১১ ঃ ২২)।

৭। যে লোকদের কাছে খ্রীষ্টের বানী পৌঁছানো হয়েছে, এবং নতুন খ্রীষ্টিয়ানদের বিভিন্ন অভ্যাস ও রীতি-নীতি ইত্যাদি সহ সুসমাচার বিস্তারের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সম্বন্ধে তারা অনুসন্ধান করতেন এবং খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মতবাদগত আদর্শ বা মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতেন (প্রেরিত ১১ ঃ ১-৩, ১৮ ; ১৫ ঃ ৪-৩৫)।

৪।। আপনার নোট খাতায় পঞ্চাশত্তমীর দিনে সংঘটিত এমন দুটি বিষয় উল্লেখ করুন যেগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যীশুর স্বর্গে চলে যাওয়ার অল্পকাল পরে ঐ দিনই মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল।

৫। মন থেকে প্রাচীন বিশ্বাসীদের সাতটি কাজ উল্লেখ করুন যেগুলি তাদেরকে একটি মণ্ডলীর বা সম্মিলিত দেহের বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। নোট খাতায় উত্তর লিখুন, তার পর এই অংশে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেটির সঙ্গে আপনার উত্তর মেলান। এই তালিকার বিভিন্ন কাজের সাথে আপনার এলাকাস্থিত মণ্ডলীর কার্যাবলীর মিল আছে কি ?

মণ্ডলীর সাদৃশ্য ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ যে বৈশিষ্ট্যগুলি মণ্ডলীর প্রকৃতি বর্ণনা করে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

কোন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টকে প্রভু বলে গ্রহণ করেন তখন পবিত্র আত্মা, যিনি তার পরিত্রাণ সম্পন্ন করেন, তিনি সেই ব্যক্তিকে অন্য সকল বিশ্বাসীদের সাথে একটি সমাজের মধ্যে যুক্ত করেন যাকে আমরা মণ্ডলী বা খ্রীষ্টের দেহ বলে থাকি। বাইবেলে মণ্ডলীকে একটি দেহ, একজন কণে, একটি দালান, একটি দ্রাক্ষালতা এবং শাখা-প্রশাখা, এবং একটি মেষ পালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র বিশ্বাসী, স্থানীয় মণ্ডলী, এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও এই একই প্রতীকগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬। নীচের প্রতিটি শাস্ত্রাংশ পাঠ করুন, তার পর প্রতিটিতে ডান পাশের কোন্‌টির বর্ণনা পাওয়া যায় তা দেখান ঃ

…ক) লূক ১৫ ঃ ৪-১০ (মেষপাল)
…খ) ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ২ (কণে)
…গ) ১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৬-১৭ (দালান)
.. ঘ) ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩ (দেহ)
…ঙ) ইব্রীয় ১৩ ঃ ২০ (মেষপাল)
…চ) যোহন ১৫ ঃ ১-৫ (শাখা-প্রশাখা)

১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী
২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী
৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী

এই অনুশীলনী থেকে আমরা মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ইংগিত পাই। একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীর একার দ্বারা মণ্ডলী গঠিত হয় না। বহু-স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের মিলিত হওয়ার ফলেই মণ্ডলী গঠিত হয়। আমরা যদি মণ্ডলীকে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন হিসেবে দেখি তাহলে তা যে বিশ্বাসীদের একটি সমাজ—যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এই ধারণাটি আমাদের দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই বিশ্বাসীরা পরস্পরের সেবা করেন, পরস্পরকে ভালবাসেন এবং খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে পরস্পরকে সাহায্য করেন। সুতরাং দুই পথে মণ্ডলীর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ এর সাথে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত, এবং দ্বিতীয়তঃ তা হচ্ছে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সংযুক্তির দৃশ্যমান প্রকাশ।

১। **মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা পরস্পরের সাথে এবং খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।** একজন পাপী যখন সুসমাচার বার্তার মুখো-মুখি হয়, তখন সে ঈশ্বরের সামনে একাকী দণ্ডায়মান হয়। সুসমাচার বাক্য গ্রহণ বা প্রত্যাখান করা সম্পূর্ণরূপে তার ব্যক্তিগত মনোনয়নের ব্যাপার, নিজের জন্য সে একাই কেবল এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু যেটিকেই মনোনীত করুক না কেন সে দেখতে পাবে যে অন্যেরাও সেই একই মনোনয়ন করেছেন। সুতরাং, পরিত্রাণ একটি অতি ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও তা কোন গোপন বিষয় নয়। তা আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবদ্ধ করে। প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে খ্রীষ্টের সাদৃশ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মিক বৃদ্ধিও বিকাশের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

পরিত্রাণের সময়ে বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টের সাথে যে সম্পর্কে প্রবেশ করেন, প্রেরিত পৌল তার বিষয় উল্লেখ করেছেন ঃ "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। আর এখন····· আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি

বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসই, যাপন করিতেছি ; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন" (গালাতীয় ২ ঃ ২০)। তিনি বিশ্বাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন, "আমরা পরস্পর অংগ-প্রত্যংগ" (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৫)। এর অর্থ, একত্রে সকল বিশ্বাসীদের নিয়ে মণ্ডলী গঠিত হয়।

অতএব একটি দৃষ্টি কোণ থেকে প্রত্যেক বিশ্বাসী এমন এক ব্যক্তি, যিনি খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টিয় জীবনের বিভিন্ন ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে জীবন যাপন করেন। আর একটি দৃষ্টি-কোণ থেকে সকল বিশ্বাসীরা একত্রে আত্মিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত, এবং তারা একত্রে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে **সম্মিলিতভাবে** তাঁর প্রতি কতিপয় দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ।

৭। পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ককে মাথা এবং দেহের মধ্যে যে সম্পর্ক তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১২-২৭ ; ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩ ; ৪ ঃ ৭-১৬, এবং কলসীয় ১ ঃ ১৮ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে খ্রীষ্টের দেহ সম্পর্কে প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) খ্রীষ্ট দেহের অনেক অংশ আছে।

খ) দেহের কোন কোন অংশ অন্যান্য অংশগুলির চেয়ে কম প্রয়োজনীয়।

গ) কোন একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী খ্রীষ্ট দেহের একজন সক্রিয় সভ্য না হয়েও খ্রীষ্টিয় পরিপক্কতা লাভ করতে পারেন।

ঘ) প্রত্যেক বিশ্বাসী খ্রীষ্ট দেহের একটি অংশ।

ঙ) খ্রীষ্ট তাঁর দেহে বা মণ্ডলীতে সব কিছুর উপরে প্রধান।

চ) প্রত্যেক বিশ্বাসী শুধুমাত্র খ্রীষ্টের কাছেই দায়ী।

ছ) দেহের কোন একটি অংগ যদি কষ্ট পায় তাহলে অন্যান্য অংগ গুলিও তার বেদনা অনুভব করবে ও তার সাথে কষ্ট ভোগ করবে।

জ) খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে যে সমস্ত বরদান দিয়েছেন প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য সেগুলি প্রয়োজনীয়।

এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নূতন নিয়মের খ্রীষ্টিয় জীবন যে এক সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ছিল অর্থাৎ তা যে সকলে একত্রে ভোগ করতেন, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। নতুন বিশ্বাসীরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই উপাসনা, সহভাগিতা ও সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে একত্রে মিলিত হতেন। নূতন জন্মের মাধ্যমে তাদের পুরাতন, স্বার্থপর স্বভাব দূরীভূত হয়েছিল, তারা পরস্পরের বিষয়ে যত্নবান ও সহভাগী একটি সমাজের অংশে পরিণত হয়েছিলেন।

বাইবেলে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে একত্রে মস্তকের প্রতি সাড়া প্রবণ একটি দেহের অংশ হওয়া একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন কতক দায়িত্ব আছে যেগুলি, আমাদের ব্যক্তিগত মনোনয়ন মস্তকের সাথে আমাদের নিজেদের সম্পর্ক অথবা আমাদের নিজেদের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদেরকে খ্রীষ্ট দেহের একটি অংশরূপে কাজ করতে হয়। প্রেরিত পৌল করিন্থের মণ্ডলীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কেন এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ

> হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও (১ করিন্থীয় ১ ঃ ১০)।

মণ্ডলী, যা এক সম্মিলিত একক হিসেবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত, তার অংশ রূপে খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হলে আমাকে অবশ্যই খ্রীষ্ট যীশুতে অপরাপর অংশগুলির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অতএব পবিত্র শাস্ত্রে মণ্ডলীর যে চিত্র আমরা পাই তা হল লোকদের চিত্র ঃ যে লোকেরা খ্রীষ্টের সাথে এবং তাঁর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

২। মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সংযুক্তির এক দৃশ্যমান প্রকাশ। ঈশ্বর এমন ভাবে মন্ডলীর পরিকল্পনা করেছেন যেন বিশ্বাসীদের সম্পর্কের মাধ্যমে এর প্রকৃতি জানা যায়।

খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেহেতু একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা, তাই শুধুমাত্র আমাদের জীবনের মাধ্যমেই তা চাক্ষুষরূপে বাস্তব হতে পারে। আমরা আমাদের বিশ্বাসের কথা অন্যদের বলতে পারি। আমাদের জীবনে যদি দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, এবং সত্যিকার খ্রীষ্টিয় ভালবাসা থাকে তাহলে লোকেরা বুঝবে যে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের অদৃশ্য সংযুক্তি সত্যি বা বাস্তব। কিন্তু আমরা যদি মুখে যে সাক্ষ্য দেই সেই অনুযায়ী জীবন যাপন না করি, তাহলে ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা হয়তো বলবে, "আপনার ক্রিয়াকলাপ এত জোরে চিৎকার করছে আমি আপনার কথা শুনতেই পাচ্ছি না!"

বিশ্বাসী সমাজের সম্মিলিত জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। দেহ (মণ্ডলী) এবং এর মস্তকের (খ্রীষ্ট যীশু) মধ্যকার সম্পর্কের সত্যতা মণ্ডলীর জীবনে দৃষ্ট হতে হবে। এই জন্যই পৌল ইফিষের বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "সম্পূর্ণ নম্রতাও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগ বন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও" (ইফিষীয় ৪ ঃ ২-৩)।

পৌলের সময়ে প্রবল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, যা যিহূদীকে অযিহূদীদের থেকে এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত লোকদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। সুসমাচারের বাক্য ছাড়া এই বাধাগুলি দূর করবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ইফিষীয় ২ ঃ ১১-২২ পদে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে এ সবেরই পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি যিহূদীও অযিহূদীদের মধ্যকার বাধাটিকে ধ্বংস করে তাদেরকে "পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক" করেছেন। খ্রীষ্টের সাথে যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সামাজিক পার্থক্য দূর হয় এবং তা সমস্ত লোককে একত্রে যুক্ত করে ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত করে।

একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক পটভূমির এই লোকদের ভাবেও উদ্দেশ্যে এক হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল (ফিলিপীয় ২ ঃ ২ পদ দেখুন)। তাদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়ার দরকার রয়েছে। এই আবশ্যকতাকে যীশু একটি নূতন আজ্ঞার মর্যাদা দিয়েছেন ঃ "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে

দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর ; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩ ঃ ৩৪-৩৫)।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বাসীদের সমস্ত সম্পর্ক ভালবাসা যুক্ত হতে হব। এই মূলনীতিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এটিকে একটি নির্ভুল পরিমাপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ "যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রহিয়াছে" (১ যোহন ২ ঃ ৯)। যোহন আরও বলেছেন ঃ

> যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী ; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না। আর আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক (১ যোহন ৪ ঃ ১৯-২১)।

এই কারণেই প্রেরিত পৌল করিন্থের খ্রীষ্টিয়ানদের তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তারা ঈর্ষা ও ঝগড়া-ঝাটির দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল সৃষ্টি করেছিল এবং কেউ বলছিল "আমি পৌলের" কেউবা "আমি এপোল্লোর" (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ৪)। এটা খ্রীষ্টিয় আচরণ ছিল না, তা ছিল অনাধ্যাত্মিক (জাগতিক) শিশুদের অনাধ্যাত্মিক আচরণ। এই আদেশ এবং উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যদি পরস্পরের সাথে ঐক্য বা সঙ্গতি হারিয়ে ফেলি তাহলে ঈশ্বরের সাথেও আমরা সঙ্গতি হারাই।

৮। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন) একটি আত্মিক সমাজ হিসেবে মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

ক) একদল লোকের দ্বারা পরস্পরের সাথে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা।
খ) খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত সকল বিশ্বাসী বর্গ।
গ) প্রতি নিয়ত খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা।

৯। খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্কের একটি দৃশ্যমান প্রকাশ হিসেবে মণ্ডলীর প্রকৃতির এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ঃ

ক) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক আত্মিক ভালবাসার বন্ধন।
খ) এমন একটি স্থান যেখানে লোকেরা উপাসনার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সামাজিক পটভূমি অনুসারে একত্রে মিলিত হয়।
গ) ভালবাসার উপর ভিত্তি করে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত বিশ্বাসীদের স্থানীয় সম্মেলন বা সমাবেশ।

অতএব আমরা দেখি যে মণ্ডলীর প্রকৃতি আত্মিক। কিন্তু তা একটি ব্যবহারিক বা বাস্তব সমাজ ও, যেখানে বিশ্বাসীরা প্রভুর সাথেও পরস্পরের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করেন। অতএব, তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের এমন একটি সমাজ যেখানে আমরা সত্যিকার ভালবাসা দেখি ও উপভোগ করি। আত্মিক সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্টা যেহেতু ভালবাসা, তাই স্থানীয় মণ্ডলীতেও অবশ্যই এই ভালবাসার প্রকাশ ঘটতে হবে ঃ

> যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। আমাদিগেতে ঈশ্বরের প্রেম ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি। ইহাতেই প্রেম আছে ; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয় ; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রিয়তমেরা, ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন, তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য (১ যোহন ৪ ঃ ৮-১১)।

১০। এই অংশে প্রদত্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন যেগুলি মণ্ডলীর প্রকৃতি বর্ণনা করে।

....

....

মণ্ডলীর কাজ ঃ

মণ্ডলী কি কাজ করে? মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি ইফিষের বিশ্বাসীদের কাছে লেখা প্রেরিত পৌলের চিঠিখানি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর নিজ নামের গৌরবের উদ্দেশ্যেই বিশ্বাসীদের সমাজ গঠন করেছিলেন। আমাদেরকে উদ্ধার করবার সাবিক উদ্দেশ্য হল যেন আমাদের দ্বারা "তাঁর প্রতাপের প্রশংসা হয়" (ইফিষীয় ১ ঃ ৬, ১২,১৪)।

যে প্রণালীতে মণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরব করে তা ত্রিমুখী।

১। **ঊর্ধ্বমুখী**, যখন বিশ্বাসীরা তাঁর উপাসনা করেন।
২। **অন্তর্মুখী**, যখন বিশ্বাসীরা পরস্পরকে গড়ে তোলেন।
৩। **বহির্মুখী**, যখন বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচারের কথা বলেন।

মণ্ডলী ঈশ্বরের উপাসনা করে ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ সমবেত উপাসনা সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে এবং উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে কি দেই, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

উপাসনা এমন একটি কাজ যার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভক্তিও প্রশংসা পাবার যোগ্যতা স্বীকার করি। সমবেত উপাসনায় আমাদের প্রভু যীশুর মধ্যেও তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জন্য যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর অনুগ্রহ দান দিয়েছেন, সেগুলির জন্য বিশ্বাসীরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা ও সম্মান উৎসর্গ করেন। সত্যিকার উপাসনার লক্ষ্যস্থল হচ্ছেন **ঈশ্বর**, লোকেরা নয়। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি তিনি ঈশ্বর বলে (তার চরিত্র), এবং তাঁর কাজের জন্য।

ঈশ্বর আমাদের উপাসনার যোগ্য কেন, এই কোর্সের ১-৩ পাঠে তার বহু কারন আমরা আলোচনা করেছি। গীতসংহিতা ১০৭ ঃ ১-৩ পদে আছে, "সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক, যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন নানা দেশ হইতে।"

যীশু বলেছেন যে ঈশ্বর এমন লোকদের চান যারা "আত্মায় ও সত্যে" (যোহন ৪ ঃ ২৩) তাঁর আরাধনা করবে। এর মানে আমাদের আরাধনাকে হতে হবে অকপট বা বিশুদ্ধ, আর যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক হবে এর ভিত্তি। এ হল গিয়ে তাঁর আত্মার সাথে আমাদের আত্মার যোগাযোগ। যে সকল প্রতিবন্ধকতা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতাকে বাহত করত পরিত্রাণের মাধ্যমে সেগুলি ঈশ্বর চিরতরে দূর করেছেন (ইব্রীয় ৪ঃ ১৬ ; ১০ ঃ ১৯-২২ পদ দেখুন)। আমরা ঈশ্বরের জন্য কি করি, তা নয়, কিন্তু যীশুর মৃত্যুও পুনরুত্থানের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তা জানাও মেনে নেওয়ার উপরেই সত্যিকার খ্রীষ্টিয় উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত।

যে পৌত্তলিকেরা কাঠ, পাথর বা মাটির তৈরী দেবতাদের পূজা করে, আমাদের আরাধনা সেরূপ নয়। দেবতাদের ক্রোধ শান্ত করা, কিম্বা তাদের অনুগ্রহ লাভ করাই পৌত্তলিকদের পূজার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজাগণ যখন তাঁর আরাধনা করেন তখন তারা স্বীকার করেন যে তিনি বিনামূল্যে তাদের প্রতি দয়া এবং অনুগ্রহ করেছেন (গীতসংহিতা ১১৮ ঃ ১)। আরাধনা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। প্রশংসা জ্ঞাপন এবং ভক্তি অর্পণ এই উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা প্রায়ই একান্তে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি, করেও থাকি, কিন্তু সমবেত উপাসনার মূল্য বুঝা উচিৎ। সমবেত উপাসনা হচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশে এক প্রশংসার ঐক্যতান। ঈশ্বরের পরিবারের

লোক যখন তাঁর গৌরব করবার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হয়, যখন প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈশ্বরের প্রজাদের একত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সমবেত উপাসনার মধ্যে এমন এক **সক্রিয় শক্তি** রয়েছে একাকী উপাসনায় যা কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারেন না। এর মানে আমরা যখন উপাসনায় একত্রে মিলিত হই তখন এমন এক আত্মিক শক্তি লাভ হয়, যা থেকে প্রত্যেক উপাসক উপকৃত হন ও শক্তি লাভ করেন। অন্য বিশ্বাসীদের সাথে উপাসনায় যোগ দিয়ে আমি ঈশ্বরের আরাধনা থেকে সাহায্য লাভ করে থাকি। এই জন্য পবিত্র শাস্ত্র আমাদের বলে "আইস আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেমও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি ; এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি—যেমন কাহারও অভ্যাস—বরং পরস্পরকে চেতনা দিই" (ইব্রীয় ১০ ২৪-২৫)

সমবেত উপাসনায় মণ্ডলী পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে গান, প্রার্থনা ও বাক্যের পরিচর্যা, ইত্যাদি বিভিন্ন পথে ঈশ্বরের গৌরব চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে উপাসনার ধরাবাধা নিয়ম অনুসরণ করে গেলেই উপাসনা হয় না। আমরা সঙ্গীতের সৌন্দর্য, প্রচারকের ক্ষমতা, অথবা অন্য লোকদের সঙ্গ উপভোগ করেও ঈশ্বরের উপাসনা করতে ব্যর্থ হতে পারি। স্মরণ রাখুন, সমস্ত সত্যিকার উপাসনার উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বরের গৌরব করা। তিনিই হবেন আমাদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু।

বাইবেলে সমবেত উপাসনার বহু উদাহরণ আছে আমরা এদের কয়েকটি দেখব ঃ

নহিমিয় ৮ ঃ ৬ ঃ "পরে ইষ্রা মহান্ ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। আর সমস্ত লোক হাত তুলিয়া উত্তর করিল, আমেন, আমেন, এবং মস্তক নমন পূর্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল।"

২ বংশাবলী ২৯ ঃ ২৮ ঃ "সমস্ত সমাজ প্রণিপাত করিল, গায়কেরা গান করিলও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল।"

প্রেরিত ২ ঃ ৪৬-৪৭ ঃ "তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসেও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত।"

প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১৩ ঃ "পরে স্বর্গেও পৃথিবীতেও পৃথিবীর নীচে ও সমুদ্রের উপরে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম, 'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতিও মেষ-শাবকের প্রতি ধন্যবাদও সমাদর গৌরবও কর্তৃত্ব যুগ-পর্যায়ের যুগে যুগে বর্তুক।"

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান প্রার্থনা এবং প্রশংসা করা ছাড়াও যীশুর আদিষ্ট জলের বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ-এই দু'টি ধর্মানুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যেও মণ্ডলী একত্রে উপাসনায় মিলিত হয়। জলের বাপ্তিস্মে তাদের অন্তরের পরিবর্তনের একটি চিহ্ন হিসেবে নতুন বিশ্বাসীদেরকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করা হয়। প্রভুর ভোজ পালন করা সম্পর্কে যীশু বলেছেন, "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। কারণ যতবার তোমরা এই রুটী ভোজন কর, এবং এই পান পাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।" এই ধর্মানুষ্ঠানগুলি পালন করা সমবেত উপাসনার একটি কাজ। (দেখুন মথি ২৮ ঃ ১৯ ; ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৬)।

১১। সমবেত উপাসনা সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি সত্য? আপনার মনোনীত উত্তরগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা।

খ) আত্মায়ও সত্যে উপাসনা করবার জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের সরলতা এবং যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

গ) সমবেত উপাসনা বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং শক্তি দান করে।

ঘ) আত্মিক উপাসনা সর্বদাই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক।

ঙ) পবিত্র শাস্ত্রে সমবেত উপাসনায় মিলিত হবার আদেশ এবং এর উদাহরণ আছে।

১২। আমরা উপাসনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে কি দান করি তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন তিনটি কথা উল্লেখ করুন।

.....

মণ্ডলী নিজেকে গেঁথে তোলে ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ (গেঁথে তোলা) মানে কি, এবং পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান, ফল এবং মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

মণ্ডলীর কার্যাবলী সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নিদর্শন অনুসন্ধান করে একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ ঈশ্বর সমাজের মধ্যে বিশ্বাসী-দের প্রতি সদা আচরণের পক্ষ সমর্থনকারী। মণ্ডলী সম্পর্কে দেহের ধারণাটি আরোপ করে আমরা সমাজের এই কার্যাবলী ভালভাবে বুঝতে পারি। আত্মিক দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর কার্যাবলী ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র শাস্ত্রে দেহের উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে (রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮, ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-৩১, এবং ইফিষীয় ৪ ঃ ৭-১৬ পদ দেখুন)। দেহের সুস্থ কার্যকলাপের জন্য প্রত্যেক সভ্যও তার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মানব দেহ একটি অত্যন্ত জটীল সমন্বয়ে গঠিত। এর বহু অংশ আছে, যাদের প্রতিটির কাজ ভিন্ন। তেমনি খ্রীষ্ট দেহেরও অনেক অংগ-প্রত্যংগ (সভ্য-সভ্যা)। প্রত্যেক সভ্য এক বা একাধিক বরদান বা সামর্থ্যের অধিকারী, যার ফলে তিনি সমগ্র দেহের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কিছু করতে সক্ষম হন। এই সমস্ত বরদানগুলি কি কি? খ্রীষ্ট দেহের সভ্য-সভ্যাগণ কত বহু-বিচিত্র বরদান লাভ করতে পারেন এগুলির তালিকা থেকে তা দেখা যাবে।

১। রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮ ঃ ভাববাণী, সেবা, শিক্ষাদান, উপদেশ দেওয়া (উৎসাহ দান), দান করা, নেতৃত্বদান, দয়া করা।

২। ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৮-১০ ঃ প্রজ্ঞার বাক্য, জ্ঞানের বাক্য, বিশ্বাস, আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ দান, আশ্চর্য কাজ

করবার ক্ষমতা, ভাববাণী, বিভিন্ন প্রকার আত্মাদের চিনে নেবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষার অর্থ বলবার ক্ষমতা। (২৮-৩০ পদও দেখুন)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন বরদানের অধিকারী লোকদের মণ্ডলীতে অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সমাজে দেওয়া হয় "যেন ঈশ্বরের সব লোকেরা তাঁরই সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং এই ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১২)। এর মানে এই যে, বিশ্বাসীরা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল জীবন যাপন করেন। খ্রীষ্ট দেহের প্রত্যেক সভ্য-সভ্যারই দেবার মত একটি সেবা, একটি প্রতিভা অথবা কোন বিশেষ অবদান রয়েছে, এবং প্রত্যেকেরই অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সেবা বা অবদান প্রয়োজন। দেহের সম্মিলিত সভ্য-সভ্যাদের জন্য ঈশ্বর প্রেরিত, ভাববাদী, সুখবর প্রচারক, পালক এবং শিক্ষকদের দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪ ঃ ১১)।

আমাদের আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে খ্রীষ্টের দেহ হচ্ছে এক **আত্মিক জীব** যা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত। এর মানে তা শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশ নয়। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই তাঁর দেহে একত্রে যুক্ত, কারণ তারা মস্তকের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিৎ যে আমাদের একতা আসে খ্রীষ্টের কাছ থেকেই। সভ্য-সভ্যাগণ **খ্রীষ্টের অংশ বলে তারা পরস্পরের অংশ।** দেহ মস্তকের সেবা করবার জন্যই জীবিত থাকে। মানব দেহের বেলায় মাথা যখন মরে যায় তখন দেহের কোনই প্রয়োজন থাকে না। খ্রীষ্টকে যদি আমরা আমাদের মস্তক রূপে স্থান না দেই, তাহলে কোনই প্রয়োজন নেই। সর্দ্দি শহরের মণ্ডলীকে যীশু বলেছেন, "আমি তোমার কাজের কথা জানি। জীবিত আছ বলে তোমার বেশ সুনাম আছে, কিন্তু আসলে তুমি মৃত" (প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ১)। মণ্ডলী যাতে নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে সেজন্য তাকে অবশ্যই উপাসনার মধ্য দিয়ে তার মস্তক যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। 'গেঁথে তোলা" মানে "আত্মিক

শিক্ষা দান করা বা আত্মিক উন্নতি সাধন করা, নির্মাণ করা বা প্রতিষ্ঠিত করা।"

ঈশ্বর এই আত্মিক জীব বা মণ্ডলীতে সঙ্গতি বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। মানব দেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন একে অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দেয়, ঠিক তেমনি আত্মিক দেহ ও বিশ্বাসীদের পারস্পরিক প্রয়োজনে সাড়া দেয়। কোন একজন সভ্য যদি কষ্ট পায় তবে অন্যেরাও সেই কষ্টের সহভাগী হয়; কোন সভ্য যদি আনন্দ করে তবে অন্যেরাও সেই আনন্দের সহভাগী হয় (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২৪-২৬)। এর কারণ "গোটা দেহটা এমন ভাবে বাঁধা আছে যে, প্রত্যেকটি অংশ যার যার জায়গায় থেকে দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি অংশ যখন ঠিক ভাবে কাজ করে, তখন গোটা দেহটাই মাথার পরিচালনায় বেড়ে ওঠে এবং ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৬)।

অনেক সময় দেহকে গড়ে তোলবার প্রক্রিয়ায় দেহকে অবশ্যই নিজেকে শুচি করতে হবে। এ জন্য পাপ করেছে এমন একজন সভ্যকে শাসন করবার প্রয়োজন হতে পারে। যীশুও এর কথা বলেছেন (মথি ১৮ ঃ ১৫-২০), এবং ভালবাসার সঙ্গে এই প্রকার ব্যক্তিদের মোকাবিলা করতে বলেছেন। কিন্তু তারা যদি শুনতে বা অনুতাপ করতে না চায়, তাহলে বিশ্বাসীদের সমাজ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে (উদাহরণ হিসেবে ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৯-১৩ পদ ও দেখুন)।

খ্রীষ্ট দেহের অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্কের মধ্যেই পবিত্র আত্মা তার (বিশ্বাসীর) মধ্যে তাঁর ফল উৎপন্ন করেন। গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদে পবিত্র আত্মার যে ফল উল্লেখ করা হয়েছে তা খ্রীষ্টের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইংগিত করে, আমরা যখন পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি তখনই এইগুলি উৎপন্ন হয়। এগুলি হচ্ছে ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা এবং আত্ম-সংযম।

১৩। নীচের বাক্যগুলি পূরণ করুন ঃ

ক) মণ্ডলী নিজেকে গেঁথে তোলে। গেঁথে তোলা মানে—

.....

খ) পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল .....

.....

গ) পবিত্র আত্মার ফল এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল .....

.....

খ্রীষ্ট ধর্ম এক নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন-যাপন নয়। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বইখানি পড়লে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট দেহ ঈশ্বরের গৌরবার্থে একতাবদ্ধ বিশ্বাসীদের এমন এক সহভাগিতা যা ঈশ্বরের আরাধনা ও পারস্পরিক সহভাগীতায় নিবিষ্ট, যা ঈশ্বরের ভালবাসায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অন্যদেরকে তাঁর রাজ্যে আনায়ন করে। মণ্ডলী তাদেরই জন্য, যারা খ্রীষ্ট দেহের সভ্য-সভ্যাদের আত্মিক বৃদ্ধি, ক্রম-বিকাশও পরিপক্কতার কাজে উৎসর্গ-চিত্ত। যখন এরূপ ঘটে, তখন মণ্ডলী তার তৃতীয় কাজটি করতে প্রস্তুত, এই কাজটি হল অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচারের বাণী বলা।

মণ্ডলী জগতের কাছে সুখবর প্রচার করে ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ মণ্ডলীর দায়িত্ব সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

নিঃস্ব লোকদের প্রতি যীশুর প্রথম আহ্বান হচ্ছে "এস" (মথি ১১ ঃ ২৮), তারা পাপের ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের দ্বারা গ্রাহ্য হলে পর তাদের বলা হয়েছে, 'যাও" (মথি ২৮ ঃ ১৯)। প্রতিটি এলাকার বিশ্বাসী সমাজ বিশ্বাসে গড়ে উঠলে পর তাকে তার শক্তি বাইরের অবিশ্বাসী জগতের জন্য ব্যবহার করতে হবে। মানুষকে জয় করবার

জন্য ঈশ্বর মানুষকেই ব্যবহার করেন। বিশ্বাসীরা যখন অন্য লোকদের কাছে সুখবর বলেন, অর্থাৎ তারা যখন সুসমাচার প্রচার করেন, তখন এর দ্বারা মণ্ডলী ঈশ্বরেরই গৌরব করে। **সুসমাচার প্রচার** কথাটির আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে "সুসমাচারের বাণী ঘোষণা করা।" ঈশ্বর পাপী মানুষের জন্য যে পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করেছেন তা সব লোককে জানানো মণ্ডলীর একটি দায়িত্বও বিশেষ অধিকার।

বিশ্বাসীদের জগতের মধ্য থেকে ডেকে বের করে আনা হয়েছে যেন তারা আর জগতের মূল্যও আনুগত্যের দ্বারা পরিচালিত না হন। তথাপি তাদেরকে ন-খ্রীষ্টিয়ান জগতের কাছে সুসমাচারের বাণী **বয়ে নিতে** বলা হয়েছে। যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, "আমি যেমন এই জগতের নই, তারাও তেমনি এই জগতের নয় ···তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছিলে, তেমনি আমিও তাদের জগতে পাঠিয়েছি" (যোহন ১৭ ঃ ১৬, ১৮)। বিশ্বাসীদেরকে জগতের ন-খ্রীষ্টিয়ান জীবন পদ্ধতি থেকে নিজেদের আলাদা (বা দূরে) রাখতে হবে, আর তা সত্ত্বেও জগতকে পরিবর্তিত করবার কাজে তাদের অংশ নিতে হবে। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা **'প্রেরিত'** (যাদের পাঠানো হয়েছে) বলে, আমাদের উপরে **অর্পিত দায়িত্ব রয়েছে।**

মথি ১৩ ঃ ৩৮ পদে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্র বা পরিধি উল্লেখ করা হয়েছে, যীশু বলেন "জমি (ক্ষেত্র) এই জগত।" তিনি তাঁর অনুসারী-দের বলেছেন, 'তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর ····· ····· বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও" (মথি ২৮ ঃ ১৯-২০ ; মার্ক ১৬ ঃ ১৫)। এইরূপে, মণ্ডলী সব জায়গার লোকদের কাছে সুসমাচার বাক্য বলতে বাধ্য।

সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বটি খ্রীষ্টিয়ানদের কোন পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মার শক্তিলাভ করলে পরে বিশ্বাসীরা "যিরুশালেম, সারা যিহূদিয়াও শমরীয়া প্রদেশ এবং পৃথিবীর

শেষ সীমা পর্যন্ত" সুসমাচারের সক্রিয় সাক্ষী হবেন। লোকেরা যখন পরিত্রাণ পেয়ে খ্রীষ্ট দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়, কারণ এই প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টিয়ানেরা সত্যিকারভাবে উৎপাদনশীল ও ফলবান বিশ্বাসীতে পরিণত হন, আর তাদের ব্যাপারে এটাই খ্রীষ্ট চান (যোহন ১৫ ঃ ১-৮)।

১৪। আমরা আমাদের সুসমাচার বিস্তারের দায়িত্বটিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখব, প্রেরিতদের কার্য বিবরণী বই খানিতে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। নীচের পদগুলি পড়ুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেরিতেরা কি করেছিলেন তা বলুন ঃ

ক) প্রেরিত ৪ ঃ ১৬-২০ ঃ .....

খ) প্রেরিত ৪ ঃ ৩১ ঃ .....

গ) প্রেরিত ৫ ঃ ৪০-৪২ ঃ .....

আজ পৃথিবীতে প্রায় ৪·৭ বিলিয়ন (৪৭০ কোটি) লোক বাস করে। এদের মধ্যে প্রায় ৩১০ কোটি (৩·১ বিলিয়ন) লোকের কাছে এখন পর্যন্ত সুসমাচারের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য পৌঁছেনি। ক্ষেত্রের মালিক প্রভু আমাদেরকে তাদের কাছে তাঁর সুখবর ঘোষণা করতে বলেছেন। তিনি সমগ্র জগতে তাঁর সেবকদের উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষণ করছেন এবং সুসমাচার প্রচারে অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়ে মণ্ডলীকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন তো বটেই, তাছাড়া তার এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বহু কার্যকর মাধ্যমও দিয়েছেন, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সাহিত্য বড় বড় প্রচার সভা ইত্যাদি। এই সমস্ত উপায়ে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক প্রসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকদের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়টি আজও প্রত্যেক বিশ্বাসীর দ্বারা তার নিজ নিজ অবস্থানে ফলপ্রসূ সাক্ষ্য দান এবং খ্রীষ্টের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপরে নির্ভরশীল।

যাদেরকে খ্রীষ্টের পক্ষে জয় করে জগতের মধ্য থেকে বের করে আনা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যেন খ্রীষ্টের রাজদূত হিসেবে আবার

জগতে ফিরে যান, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। নতুন প্রত্যয় এবং নতুন আদর্শ নিয়ে প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে জগতে ফিরে যান এবং সকল মানুষের কাছে পরিত্রাণের সুখবর প্রচার করেন সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই পথে মণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরব করতঃ বাধ্যভাবে ও ফলপ্রসূভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

১৫। সংক্ষেপে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক) পাপীর প্রতি খ্রীষ্টের আদেশ কি (একটি কথা) ?.....

খ) বিশ্বাসীর প্রতি খ্রীষ্টের আদেশ কি (একটি কথা) ?..... .....

গ) এর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মণ্ডলীকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি দিয়েছেন ? ....

ঘ) হারিয়ে যাওয়া লোকদের জয় করবার জন্য ঈশ্বর কাকে ব্যবহার করেন ? .....

ঙ) যীশু বলেছেন বিশ্বাসীরা এই জগতের নয় ? এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন ? .....

চ) বিশ্বাসীরা এই জগতের মধ্যে আছে—এই কথার দ্বারা যীশু কি বুঝিয়েছেন ? .....

ছ) প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বইখানিতে প্রেরিতদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা পাই দায়িত্ব পালনে মণ্ডলীর কিরূপ মনোভাব থাকা উচিৎ ?.....

.....

পরীক্ষা ঃ

বাছাই ঃ প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।

১। বাইবেলগত ভাবে "মণ্ডলী" কথাটির অর্থ—

ক) একইরূপ বিশ্বাসের ধারক এক দল লোক।

খ) এমন এক দল লোক যারা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

গ) এমন একটি স্থান উপাসনার জন্য যেখানে লোকেরা একত্রে মিলিত হয়।

ঘ) একই মতবাদগত ধারণা পোশণকারী লোকদের কয়েকটি দল।

২। বাইবেলে মণ্ডলীর জন্য অনেক অংশ সমন্বয়ে গঠিত একটি দেহের যে উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই ইংগিত করে যে,—

ক) যে লোকেরা ঈশ্বরের নামে একত্রে মিলিত হয়, তাদের নিয়ে একটি মণ্ডলী গঠিত হয়।

খ) তাঁর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিই খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্বরূপ হয়।

গ) মণ্ডলী এমন লোকদের নিয়ে গঠিত খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হেতু যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

ঘ) প্রতিটি ধর্ম-সভা অন্য সব ধর্ম-সভার মত একই পথে গঠিত।

৩। স্থানীয় বা দৃশ্যমান মণ্ডলী হচ্ছে—

ক) খ্রীষ্টের সমগ্র দেহ।

খ) কোন একটি বিশেষ স্থানের বিশ্বাসীবর্গ, যারা যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসের সহভাগিতা করেন এবং যারা উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হন।

গ) একটি খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের সকল বিশ্বাসীবর্গ।

ঘ) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।

৪। "বিশ্বাসীদের সমাজ" কথাটি এই ধারণা দেয়?

ক) পরিচালনা।

খ) এক অদৃশ্য মণ্ডলী।

গ) ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার লোক।

ঘ) একত্রে ভোগও সহভাগিতা করা।

৫। বাইবেলে আমরা এই নিদর্শন পাই যে মন্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল—

ক) পৃথিবীতে যীশুর পরিচর্যা কালে।

খ) যীশুর স্বর্গারোহণের সময়ে।

গ) পঞ্চাশত্তমীর দিন।

ঘ) পৌলের মন পরিবর্তনের পরে।

৬। মণ্ডলীর আত্মিক প্রকৃতির দৃশ্যমান প্রকাশ দেখা যায় 'এর' মধ্যে—

ক) বিশ্বাসীদের একতা এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা।

খ) বিশ্বাসীদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাস।

গ) পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান।

ঘ) গান, প্রার্থনা, এবং প্রচার।

৭। কোন ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে ভালবাসেন তার সর্বোত্তম প্রমাণ কি ?

ক) তিনি অন্য লোকদের ভালবাসেন।

খ) তিনি প্রার্থনা ও আরাধনায় অনেক সময় ব্যয় করেন।

গ) তিনি কোন একটি স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্য হন।

ঘ) তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য দেন।

৮। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পবিত্র আত্মার বরদানগুলি দেওয়া হয়—

ক) ব্যক্তিগত ভাবে পরিচর্যা করতে চায় এমন যে কোন ব্যক্তিকে।

খ) মণ্ডলীতে,—একে গেঁথে তোলবার জন্য, এবং বিশ্বাসীরা যখন পরস্পরের পরিচর্যা করেন তখন তাদের মাধ্যমে এগুলি কাজ করে।

গ) জগতে সুসমাচার প্রচারে বিশ্বাসীদের সাহায্য করবার জন্য।

ঘ) বরদান প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টের মত চরিত্র উৎপাদনের জন্য।

৯। খ্রীষ্টের দেহ রূপে মণ্ডলীর যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মণ্ডলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আসবে—

ক) এর সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে।

খ) এর কার্যাবলী থেকে।

গ) এর মস্তকের কাছ থেকে।

ঘ) এর সভ্য-সভ্যাদের মেলা-মেশাও সহভাগিতা থেকে।

১০। **সংক্ষিপ্ত উত্তর।** নীচের প্রতিটি ক্ষেত্রে মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করুন।

ক) ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিচারে ঃ .....

খ) নিজের সাথে সম্পর্ক বিচারে ঃ .....

গ) জগতের সাথে সম্পর্ক বিচারে ঃ .....

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৯। গ) ভালবাসার উপর ভিত্তি করে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত বিশ্বাসীদের স্থানীয় সম্মেলন বা সমাবেশ।

১। আপনার উত্তর।

১০। তা হচ্ছে বিশ্বাসীবর্গ ও খ্রীষ্টের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক। তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক।

২। আপনাকে খ), গ), এবং ঙ) গোল চিহ্নিত করতে হবে।

১১। সবগুলিই সত্য, কেবল (ক) বাদে।

৩। খ) পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই নিদর্শন পাই যে, তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবার আগে যীশু মৃত্যু পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল।

১২। এদের মধ্য থেকে যে কোন তিনটি ঃ গৌরব, সম্মান ভক্তি প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা

৮। খ) খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত সকল বিশ্বাসীবর্গ।

৪। যীশুর প্রতিজ্ঞা মতই শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় ৩০০০ লোক সুসমাচারের বাণী গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বাসী সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৩। আপনার উত্তরগুলি নিম্নরূপ হওয়া উচিত ঃ

ক) গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষা দেওয়া, উন্নতি করা, শক্তিদান করা, বা শাসন করা।

খ) বরদানগুলি মণ্ডলীতে দেওয়া হয়, অথবা অন্য কথায়, সমগ্র মণ্ডলীর উপকারের জন্য সেগুলি দেওয়া হয়। সমবেত উপাসনার মধ্যে বরদানগুলি প্রকাশিত হয়।

গ) অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা

আমাদের মধ্যে তাঁর ফল উৎপন্ন করেন। এই সম্পর্ক ছাড়া আত্মিক ফল বৃদ্ধি পেতে পারে না।

৫। এই অংশে প্রদত্ত তালিকার সাথে আপনার উত্তর মেলান। তার পর আপনার স্থানীয় মণ্ডলীর কার্যাবলীর সাথে সেগুলির তুলনা করুন।

১৪। ক) তারা যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা না বলে থাকতে পারেন নি।
খ) তারা সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য বলেছেন।
গ) যীশুই যে খ্রীষ্ট এই সুখবর প্রচারে ও শিক্ষাদানে তারা কখনও বিরত হন নি।

৬। ক) ১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী।
খ) ২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী।
গ) ২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী।
ঘ) ৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।
ঙ) ৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।
চ) ১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী।

১৫। ক) এস।
খ) যাও।
গ) পবিত্র আত্মা।
ঘ) বিশ্বাসীবর্গ (মণ্ডলী)।
ঙ) জগতের জীবন পদ্ধতি থেকে বিশ্বাসীরা নিজেদের আলাদা করেছেন, আর তারা আর এর অধীনে চলেন না।
চ) বিশ্বাসীদের একটি দায়িত্ব রয়েছে ঃ জগতের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়া বা একে রক্ষা করা।
ছ) এই মনোভাব যে, সমগ্র জগতে সুসমাচার পৌঁছে দেবার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই তাকে করতে হবে।

৭। এইগুলি সত্য ঃ ক), ঘ), ঙ), ছ) এবং জ)